প্রথম আলো

তারিখ 28 JUN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সংসদে বাজেট আলোচনায় শিক্ষামন্ত্রী

মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব বাড়িয়ে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে চাই

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম বলেছেন, প্রচার করা হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা হবে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করা তো দূরের কথা, এর গুরুত্ব একটুও কমানো হবে না। তিনি বলেন, 'বরং মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব বাড়িয়ে একে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে চাচ্ছি আমরা।'

স্পিকার আবদুল হামিদের সভাপতিত্বে ২০০৯-১০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেটের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে গতকাল শনিবার শিক্ষামন্ত্রী এ কথা জানান।

নুরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা ও দারিদ্র্য একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দরিদ্রতা শিক্ষাকে পেছনে টানে আর শিক্ষার অভাবে দারিদ্র্য বাড়ে। তিনি দাবি করে বলেন, 'ইউনেসকো আমাদের মতো দেশগুলোতে জিডিপি ছয় শতাংশ হারে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের সুপারিশ করেছে। কিন্তু আমরা বরাদ্দ দিতে পারছি মাত্র ২ দশমিক ৩ শতাংশ। অন্যদিকে কেনিয়া শিক্ষা খাতে ৩০ শতাংশ এবং মালয়েশিয়া ২০ শতাংশ বরাদ্দ দিচ্ছে।' শিক্ষা খাতে অতীতে লুটপাটের কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর মন্ত্রণালয়ে সব ধরনের দুর্নীতি প্রতিহত করার বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবেন বলে

এরপর পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৬

● আরও খবর : পৃষ্ঠা-৩

মাদ্রাসা শিক্ষার গুরুত্ব বাড়িয়ে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে চাই

শেষ পৃষ্ঠার পর

জানান। তিনি বলেন, 'একটি পয়সাও যেন অপচয় না হয়। দুর্নীতি, অনিয়ম ও অপচয় রোধে সব ধরনের পদক্ষেপ নিয়ে আমরা এগোতে চাই।'

শিক্ষামন্ত্রী জানান, নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কাজ চলছে। আধুনিক মানের সিলেবাস প্রণয়ন করা হবে। আগামী বছর থেকে নতুন সিলেবাসে পড়ানো হবে। তিনি বলেন, এখন শতকরা ৯১ ভাগ ছেলেমেয়ে প্রাথমিক স্কুলে যায়। এর মধ্যে ৪৮ ভাগ পঞ্চম শ্রেণী পার করতেই ঝরে পড়ে। তিনি বলেন, ২০১১ সালের মধ্যে ১০০ ভাগকে স্কুলে নেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ জন্য দেড় হাজার স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কারিগরি শিক্ষাকেও গুরুত্ব সহকারে নিতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

এদিকে তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ সাংবাদিকদের বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকার অবাধ তথ্যপ্রবাহে বিশ্বাস করে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে সরকার গুরুত্ব দেয়।

মন্ত্রী বলেন, সংসদে সব শ্রেণী-পেশার মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগ দুজন সাংবাদিককে মনোনয়ন দিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বাদে সব শ্রেণী-পেশার প্রতিনিধিরা জয়ী হয়ে সংসদে এসেছেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী ফারুক খান সংসদকে জানান, আগামী রমজান মাসে বাজারে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে টিসিবির মাধ্যমে কিছু পণ্য আমদানি করা হবে। তিনি জানান, আগামী কিছুদিনের মধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে সাধারণ মানুষ বাণিজ্যমন্ত্রীকে সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন এবং মন্ত্রী তাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন।

সাংসদ সাবের হোসেন চৌধুরী বলেন, সরকার পরিবর্তনের পরই মৌলিক নীতির পরিবর্তন হয়ে যায়। এ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। তিনি বলেন, ২০০১ সালে ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করা হয়েছিল। এটি খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন তিনি।

সাবের হোসেন অর্থবছর জুলাই থেকে জুন না করে এপ্রিল থেকে মার্চ করার প্রস্তাব দেন। ঢাকার জন্য আগামী বছর থেকে পৃথক বাজেট দেওয়ার প্রস্তাব করেন তিনি। নদীদূষণ রোধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তাব দেন তিনি।

জাতীয় পার্টির আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বাজেট বাস্তবায়নকে বড় চ্যালেঞ্জ মনে করেন। বাজেট বাস্তবায়নে সাংসদদের সম্পৃক্ত করার পরামর্শ দেন তিনি।

হুইপ মজিবুল হক প্রতি সাংসদের জন্য তিন কোটি টাকা করে থোক এবং নারীদের জন্য পৃথক বরাদ্দের প্রস্তাব করেন।

জাতীয় পার্টির রওশন এরশাদ বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে মহাজোটের কাছে জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। বিলাসী দ্রব্যে কর বসানো হয়েছে, জনগণ তা গ্রহণ করেছে। এখন দেখতে হবে বাজেট যেন বাস্তবায়িত হয়।

স্বতন্ত্র সাংসদ ফজলুল আজিম পররাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক কূটনীতির ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হবে।

গতকাল বাজেট আলোচনায় আরও অংশ নেন হাবিবুর রহমান মোল্লা, বীরেন শিকদার, আ ক ম মোজাম্মেল, মাহবুব আরা বেগম, মুরাদ হাসান, বজলুল হক হারুণ, জাহিদুল হক প্রমুখ।